TOPIC : MERCHANTALISM (~~1500 - 1600s~~)
AND EUROPEAN ECONOMIES 16th - 18th Century.

1. A system of political and economic policy, operating under modern national state - a trade Theory

2. Seeks to secure nation's political and economic Supremacy in its rivalry with other states | Economic Counterpart of political Absolutism.

3. Money — store of wealth

4. Goal of state - to accumulate precious metals -

5. Export largest possible Quantity of its product and minimize import to achieve a favourable balance of trade (Exports > Import)

6. Wealth is finite and asserted by determining how much reserve of gold and silver a particular country has - WEALTH = gold and silver.
(increased through war and piracy)

7. Self sufficiency in national level to ensure less import. Govt. interference to regulate trade & industry
↓ Domestic manufacturing: Govt. Subsidies.
Economic regulation: Protectionism

Scanned with CamScanner

(8) Government Incentive (Eliminate risk)

↙ ↓ ↓

Subsidies Monopolies Protective Tariff

(9.) Developed for eg in France (Colbert) — also Spain and England

↓

a) encourage preferred industries

eg: Luxury goods
Shipping
Armaments.

↓

Thomas Munn: means to increase ~~trade~~ treasure by foreign trade was emphasized by him.

(10) Colonies: The backbone of a self-sufficient economy

eg: French colonies in
Canada (furs), Louisiana (raw materials)
St. Domingue (Sugar)

(i) to provide raw materials

(ii) Consume finished goods.

(iii) colonies to trade only with mother country, and protective tariffs would ensure that Colonies cannot trade with other nation or colonies.

Scanned with CamScanner

MERCHANTALISM : FEATURES

1. Bullionism
2. Self-sufficiency and Export > Import
3. Regulation and Protection } export Subsidies on / Monopolies / High Tariffs on manufactured goods. } Govt. control of state eco to augment state wealth.
4. Colonialism - Navigation and Trade Acts (corruption) - Smuggling became a respectable profession.
5. main players - Spain, France, England
6. Existed in Europe from 16th - 18th Century (when proto-industrial activity was imp)
7. Government regulation of nation's economy with an intension to augment state power, at the expense of rival national powers.

LITERATURE FOR MERCHANTALISM

Thoman Mun - father of merchantalism, "Treasure by Foreign Trade" (1664)

Scanned with CamScanner

2. Jean - Baptiste Colbert - COLBERTISM
(FRANCE)

AIM OF THIS POLICY :

a) enhance national strength - age of incessant warfare

b) provide self- sufficiency

c) pay for military power.

d) Colonies are backbone to support merchantile policies.

Methods

(i) Spain - control metal.

(ii) France - regulate internal trade.

(iii) Dutch - regulate external trade?

(iv) England - growth of native merchant and massive ships

- protect English manufacture from foreign competition

- protect agriculture esp grain farmers.

- benefitted from American colonies by exporting exotic vegetables

Scanned with CamScanner

The Eighteenth

and animals

1650/1651 – Navigation Acts passed to keep profitable trade under British control. Goods shipped to and from England were done in British ship. Foreign vessels were prohibited with the 'Empire'. Raw material and sell of finished goods only with mother country. TRADE ACTS

Difference between Capitalism and Merchantalism:

Capitalism – concept of wealth creation to enhance economic growth of a nation' – encourage individualism – wealth infinite – competition

Merchantalism – wealth accumulation through hoarding of bullion – wealth is finite – controlled by monopoly.

Idea of
In a free trade situation individuals enjoy benefit from a greater choice of affordable good. Merchantalism

restrict import, reduce choice of available produce, less competitive and higher prices of products -

- Merchantalism is opposite to the theory of Physiocracy. Physiocrat - is a school of economics, found in 18th century France that emphasized that govt. should not interfere with the operation of natural economic laws and land is the source of all wealth.

- Merchantalism vs laisser faire.

laissez-faire french term - "leave alone" or let you do.

- least govt. interference in economic activity
- key word for free-market capitalism.

Scanned with CamScanner

advocate Adam Smith ("Wealth of Nations") — developed mainly by the french physiocrats in 18th Century — Also David Ricardo —
- economic competition constitutes a natural order.

- Prominent ideas that ruled during the period of Industrial Revolution was laizzez faire — first dev. by French physiocrats and later contributed by Adam Smith and David Ricardo.

- Keynes criticized laizze faire theory

৫. সতেরো শতকের পুঁজি Capital Accumulation

আন্তর্জাতিক মানের যে মুদ্রার বাজার অ্যান্টওয়ার্প বন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ষোলো শতকে তা যথার্থভাবেই ছিল বিশ্বমানের (global)। Bank of Amsterdam-এর ভিত্তিস্থাপন এবং Stock Exchange প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতিরই ভিত্তিভূমিকে প্রস্তুত করে। আমস্টারডামের মুদ্রাভাণ্ডার অর্থনীতির বাজার public assets, public funds, stocks shares এবং নিরাপত্তা (securities) নিয়ে কারবার করত। আমস্টারডাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান ভূমিকাই ছিল বাণিজ্যের চক্রকে বা গতিবর্তকে পরিশোধিত করে তোলা এবং প্রথাগত দিক থেকে ঐতিহ্য মেনে রাজদরবারে বা সরকারি কাজের উদ্দেশ্যে ঋণ ও পুঁজির বিনিয়োগ করা ও সরবরাহ করা, যার সাহায্য থেকে রাষ্ট্র এবং স্বাধীন ব্যক্তি বা উদ্যোগপতি উভয়েই উপকৃত হয়েছিল। ১৭৪৭ সালের এক নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে জানা যায় যে আমস্টারডামের Stock Exchange United Province বা নেদারল্যান্ডকে ছাড়াও জার্মানি ও ইংল্যান্ডের রাজকোষাগারে আর্থিক রসদের লেনদেন করত। অন্যান্য বাণিজ্যিক নথিপত্রের সারণিও প্রমাণ দেয় যে ১৭৭১ সাল

Scanned with CamScanner

থেকে ১৭৭৯ সাল পর্যন্ত মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে ২৫০ মিলিয়ন ডাচ ফ্লোরিন আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বিচার্য হয়েছিল। হল্যান্ড রাজনৈতিকভাবে সওদাগর গোষ্ঠীর মিলন সংঘ ছিল (consortium of merchants), তাই ঘটনাক্রমে বাণিজ্যিক গোষ্ঠী এবং তাদের নির্দেশকরাই (mercantile companies and their directors) আমস্টারডাম Stock Exchange-এর প্রধান পরিচালক ও নির্দেশক ছিলেন।

এই স্টক এক্সচেঞ্জটি পণ্যদ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করেছিল যার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনভাবে লেনদেন প্রক্রিয়া চলত ঐতিহ্যবাহী মূল্যমান অনুসারে যা কালক্রমে ওয়েসেল ব্যাংক (Wissel Bank) বা Bank of Exchange নামে খ্যাত ছিল।

১৫৮৫ সাল নাগাদ ২০৫ রকমের পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছিল ১৬৭৫ সাল নাগাল যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৯১। লন্ডন Royal Exchange-এর সঙ্গে যার তুলনা করলে পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা দেখা যায় ৩০৫। ১৬০৯ সাল থেকে আমস্টারডাম স্টক এক্সচেঞ্জ কিছু অভিনবত্ব চালু করে, যেখানে সাপ্তাহিক ইস্তাহার বা bulletin প্রথার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বা দ্রব্যাদির মূল্যমান নির্ধারিত হত। তাই এই পদ্ধতিতে বাজারের স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয় এবং অসংখ্য সারির ও মানের পণ্য আমস্টারডাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এ উপস্থিত হত, যা কিনা হল্যান্ডবাসীর ব্যাপক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্যই সফল হয়েছিল। সতেরো শতকে বাণিজ্য ও পুঁজি সত্যিই বিশ্বব্যাপী (global) হয়। এটি বোঝার জন্য আমরা এবার মার্কেন্টাইলিজম (mercantilism) বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করব।

৬. মার্কেন্টাইলিজম বা সংরক্ষিত বাণিজ্যিক অর্থনীতির প্রসার

৬.১ সারসংক্ষেপ

১৬০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে এক সংরক্ষিত বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির প্রসার ঘটে যা মার্কেন্টাইলিজম (Mercantilism) নামে পরিচিত। এই মার্কেন্টাইলিজমের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এককভাবে এই মতবাদ বা মনোবৃত্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না—বরং রাষ্ট্রকে আর্থিকভাবে বিত্তশালী করতে একগুচ্ছ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতিকেই মার্কেন্টাইলিজম রূপে অভিহিত করা যায়। তবে এই একগুচ্ছ নীতির প্রত্যেকটি একই সময়ে কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজম (Capitalism)-এর চেয়ে প্রাচীন এই মার্কেন্টাইলিজমের মূল কথা হল সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকেই ধনের উৎপত্তি এবং এই ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্রাট বা রাষ্ট্রকেই বিত্তশালী করতে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। প্রাথমিকভাবে মানুষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে

Scanned with CamScanner

উদাসীন ছিল—তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে নিত। কিন্তু রাজারা উপলব্ধি করেন যে এই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এক মুদ্রা অর্থনীতি আবশ্যিক, যার ফলে তাদের পক্ষে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। তাই তাঁরা সোনার বিনিময়মূল্য ভিত্তিক এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। যত বড় এবং যত দক্ষ সৈন্যবাহিনী তত বেশি সোনার প্রয়োজন হয়। তাই একটা দেশের সুরক্ষা নিরূপণ করতে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সোনা মজুত রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। নতুন দুনিয়া থেকে স্পেন প্রচুর সোনা আমদানি করেছিল যার উপর ভিত্তি করে স্পেন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে। ষোলো শতক থেকে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তথা রাষ্ট্রগঠনের প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং স্পেন অবতীর্ণ হয়। তাই ষোলো শতকের এই প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসকেও (প্রাসঙ্গিক অংশে দ্রষ্টব্য) মার্কেন্টাইলিজমের উত্থানের প্রেক্ষাপটে বিচার করা বিশেষ জরুরি।

আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে স্পেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ফ্রান্স অবতীর্ণ হয়। সতেরো শতকে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জঁ বাপ্তিস্ত কোলবের্ত (১৬১৯-৮৩) রাজকোষে সোনা আমদানি বাড়াতে নতুন অর্থনৈতিক পন্থা গ্রহণ করেন যাকে তিনি সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের কাছে মার্কেন্টাইলিজম নামে উপস্থাপিত করেন। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্স সোনা রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে, কিন্তু পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি করে। অর্থাৎ এর ফলে রাজকোষে লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মার্কেন্টাইলিজম সফল পন্থা রূপে সরকারি মহলে গৃহীত হলে অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য শক্তিশালী জাতিগুলির মধ্যে প্রসার লাভ করে। মার্কেন্টাইলিজম সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় সমাজে ধনী এবং নির্ধন দুই শ্রেণীর ব্যবধানও স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই নীতিতে শক্তি বা বুদ্ধিবলে টিকে থাকার কথা বলা হয়। রাজা বা চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই তাই এই নীতির প্রধান মুনাফা ভোগ করতে সক্ষম। যেহেতু রাজাই দেশ বা রাষ্ট্রের প্রধান তাই সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তাঁরই সুখসুবিধার্থে চালিত হওয়া উচিত বলে এই মত পোষণ করে। বস্তুতপক্ষে তাই রাজাই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান পরিচালক হয়ে ওঠেন। কোলবের্ত এই নীতি তাঁর প্রিয় রাষ্ট্র ফ্রান্সের উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র। শুরুতে সোনাকেই ধনের মানদণ্ড রূপে ধার্য করা হলেও পরবর্তীকালে দেখা যায় যে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ যথা, রুপো, তামা, কাঠের তক্তা, সুগন্ধি মশলা বা তেল—সবকিছুকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে মার্কেন্টাইলিজম যেহেতু সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপরেই গুরুত্ব আরোপ

Scanned with CamScanner

করে সেহেতু পৃথিবীতে সীমিত সোনার ভাণ্ডারকেই একমাত্র ধনের মানদণ্ড রূপে ধার্য করতে উদ্যত ছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় সম্পদ মাত্রেই তাই সীমিত হলে কোনো এক ব্যক্তির কাছে যে পরিমাণ অধিক সম্পদ থাকবে তা স্বাভাবিকভাবেই অপর কোনো ব্যক্তি যে পরিমাণ ধন হারিয়েছেন তার সমানুপাতিক। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে ধনের উৎস অসীম হওয়ায় এই সম্পদের বিভাজন সমানুপাতিক হয় না। এছাড়াও মার্কেন্টাইলিজম-এ বর্ণিত সম্পদের চরিত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে এক বিরাট গলদ দেখা যায়—এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে সমস্ত যুগেই একই ধরনের সম্পদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিমি মাছের তেল বা এই ধরনের এক প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ উপস্থাপনা করে প্রমাণ করা যায়, যে সম্পদ এক যুগে প্রাকৃতিক সম্পদরূপে স্বীকৃত, তা অন্যযুগে নাও হতে পারে। উরপোক্ত এই ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি প্রমাণিত হলে মার্কেন্টাইলিজম সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে নিজের আসন হারায় এবং ইউরোপীয় ক্ষেত্রে অল্পদিনের মধ্যেই বাতিল হয়ে যায়।

৬.২ মার্কেন্টাইলিজমের বৈশিষ্ট্য

নিম্নলিখিত ধারণাগুলি মার্কেন্টাইলিজমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

১. বুলিয়ানিজম—এই ধারণামতে কোনো রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদের পরিমাপক হয়ে ওঠে সে দেশের রাজকোষে সংগৃহীত সোনা-রুপোর ভাণ্ডার। মুদ্রা অর্থনীতির উত্থান ও আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত স্বর্ণমুদ্রা বা বুলিয়ান এবং মুদ্রায় সংগৃহীত রাজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সোনা-রুপোর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। বুলিয়ানকেন্দ্রিক অর্থনীতিকে অনেকে মার্কেন্টাইলিজমের সঙ্গে একাকার করে ফেলেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই বুলিয়ান ব্যবস্থা ছিল মার্কেন্টাইলিজমের অন্যতম অঙ্গ মাত্র।

২. তবে এই বুলিয়ান অর্থনীতিই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সন্দেহ নেই। যে সমস্ত রাষ্ট্র আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি করত তাদের কাছে বৎসরান্তে সঞ্চয় বেশি থাকত। পরবর্তী-কালে রপ্তানিকর, বীমা বা পরিবহনের জন্য খরচও রপ্তানিমূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হত।

৩. প্রত্যেক রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা পেতে সচেষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি বাণিজ্য বা শিল্প প্রসারে উদ্যোগী ছিলেন তাদের পৃষ্ঠপোষক রূপে রাষ্ট্র এক নতুন ভূমিকায় উপনীত হয়।

৪. কৃষিক্ষেত্রেও বাণিজ্যিকীরণকে সমর্থন জানানো হত। আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য আমদানি আগে থেকেই রদ করা হয়েছিল, এখন কৃষকদের কৃষিকার্যে উৎসাহ দিতে বিশেষ কর মকুব করার কথাও ঘোষণা করা হয়।

Scanned with CamScanner

৫. ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বণিকদের অগ্রাধিকার দিতে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের আমদানির উপর করের হার বাড়ানো হয়। কিন্তু আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আমদানি কর কমানো হয়।

৬. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার আবশ্যিক হয়ে ওঠে। ফলে সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নৌবহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

৭. এরই সঙ্গে কাঁচামালের আহরণ ক্ষেত্র এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার রূপে উপনিবেশ দখলের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করে।

৮. বসতিস্থাপন করতে আভ্যন্তরীণ শ্রমশক্তির এক বিরাট অংশকে উপনিবেশ-গুলিতে প্রেরণ করে রাষ্ট্র।

৯. অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ব্যবহারকে বর্জন করতে রাষ্ট্র বিশেষ উদ্যোগ নেয়।

১০. উপরোক্ত নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সমস্ত নীতিগুলি বস্তুতপক্ষে খুব একটা যুক্তিযুক্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার কোনো না কোনো নীতিকে সামনে রেখে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনীতি মার্কেন্টাইলিজমের জগতে পদার্পণ করে।

৬.৩ মার্কেন্টাইলিজমের বিভিন্ন প্রয়োগ—কোলবের্তের ভূমিকা

স্পেনীয় সাম্রাজ্যের ব্যবসায়িক এবং বাণিজ্যিক নীতিতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পরিচালকের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যান্ডও অনুরূপ নীতি অনুসরণে সচেষ্ট ছিল। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়ে যে মার্কেন্টাইল নীতি গ্রহণ করা হয় তা সতেরো শতকে স্টুয়ার্ট এবং পরবর্তীকালে অলিভার ক্রমওয়েলের আমলেও বলবৎ ছিল। বাণিজ্যিক স্থবিরতা এবং অকর্মণ্যতা কাটিয়ে উঠতে এলিজাবেথীয় আইনে শিল্পোদ্যোগীকে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে পুরস্কৃত করার নীতি চালু করা হয়। এছাড়াও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখতে নেভিগেশন বা সমুদ্রাভিযানের আইনসমূহ পাশ করা হয়। জাস্টিস অফ পীস (Jutice of Peace) নামক এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীর হাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য, শ্রমের সময় নির্ধারণ বা সমস্ত সক্ষম ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় এবং অর্থকরী শিল্পে নিয়োগের দায়িত্ব তুলে দেন এলিজাবেথ। ১৬৬১ থেকে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের প্রধানমন্ত্রী জঁ বাপ্তিস্ত কোলবের্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি স্বর্ণমুদ্রার রপ্তানি রুখতে বৈদেশিক পণ্যের উপর চড়া দরে

Scanned with CamScanner

আমদানি শুল্ক বসান, পক্ষান্তরে পণ্য রপ্তানির পথ সুগম করতে ফরাসি নৌবাণিজ্যে বিভিন্ন শুল্ক ছাড় ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার কথা ঘোষণা করেন। তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজে মার্টিনিক বা গুয়াডালাওপ কিনে নেন, সান্তোদোমিঙ্গো, কানাডা বা লুইজিয়ানাতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে ফরাসিদের উৎসাহিত করেন। ভারত এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সশস্ত্র বাণিজ্যিক কেন্দ্র বা ফ্যাক্টরি গড়ে তুলতে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফরাসি শিল্পপতিরা যেন শুধুমাত্র ফরাসি উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সেদিকে তিনি কড়া নজর রাখেন। এরই সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের প্রায় তিনশো সমুদ্রপোত বিশিষ্ট বাণিজ্যিক নৌবহর গড়ে তোলেন। উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির চাহিদা মেটাতে তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেও সরকারি অনুদান মঞ্জুর করেন। এর ফলে সরকার থেকে অল্পবয়স্কদের মঠজীবনে সন্ন্যাস গ্রহণে বিরত থাকার জন্য আবেদন করা হয়। পক্ষান্তরে দশের অধিক সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের উপর থেকে দেয় করের বোঝা লাঘব করা হয়।

৬.৪ মার্কেন্টাইলিজম এবং মান (Mun)

মার্কেন্টাইলিজমের সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বস্তুতপক্ষে, মার্কেন্টাইলিজমের সাফল্যই নির্ভর করত এই প্রতিযোগিতার উপর।

কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মূলে ছিল সেই রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত। প্রতিটি রাষ্ট্র যথা, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার ফলে যে-রাষ্ট্র বৎসরান্তে যতটা বুলিয়ান বা সোনা-রুপো বাঁচাতে পারত তার সমানুপাতিক হারে সে এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকত। কারণ যতটা সোনা বা রুপো কোনো রাষ্ট্রের হাতে থাকবে—ঠিক ততটাই অন্য কোনো রাষ্ট্র তার সঞ্চয় হারাত। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কথা মার্কেন্টাইলিজমের প্রবক্তারা বারংবার উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে রাষ্ট্রের কর্তব্য আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও শিল্প রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইংল্যান্ডে এই কারণেই কৃষিকার্যে রাষ্ট্রীয় অনুদান ও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। ফ্রান্সে রাষ্ট্র সরাসরিভাবে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। প্রতিটি রাষ্ট্রই যতটা সম্ভব বৈদেশিক অর্থ আয় এবং সঞ্চয় করতে সচেষ্ট হয়। এই ধরনের সরকারি প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় একচেটিয়া বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। এর সেরা উদাহরণ হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথা বিশেষ উল্লেখ্য।

Scanned with CamScanner

প্রথম এলিজাবেথের শাসনকালে টমাস মান লন্ডনের এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সম্পত্তি এবং শিক্ষাকে মূলধন করে তিনি কালক্রমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, বিশেষত ইতালিতে বাণিজ্য করতে যান। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে সমৃদ্ধ ও বণিকমহলে সুপরিচিত হওয়ার সুবাদে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদস্য রূপে নির্বাচিত হন। এইসময় থেকে তিনি এই কোম্পানির স্বার্থরক্ষার্থে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন—১৬২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই উদ্দেশ্যে *A Discourse of Trade : From England unto East Indies* নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বুলিয়ান সংক্রান্ত তৎকালীন সমালোচনাকে মোকাবিলা করে এই বইয়ে তিনি কোম্পানির বুলিয়ান রপ্তানির অধিকারকে তুলে ধরেন। এই সময়ে প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদে বুলিয়ান বা সোনা-রুপোর মুদ্রার সঞ্চয়ই অটুট রাখতে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত স্তরেও সোনা-রুপোর রপ্তানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিল।

টমাস মান এই প্রচলিত অর্থনৈতিক ধারণার ভিত্তিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাফল্যকে তুলে দেখান যে ভারত থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল এবং পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে বুলিয়ান খরচ হলেও সেই পণ্য পুনর্বার রপ্তানি করে আদতে মুনাফা লাভ হয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত ধারণামতে যে বুলিয়ানের সঞ্চয় ভাঙলেই কোনো রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে তা সবসময় ঠিক নয়। এইভাবে ইংল্যান্ডে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিতর্ক সূচিত হয় যেখানে টমাস মানের প্রধান প্রতিপক্ষরূপে উপনীত হন বুলিয়ান প্রথার গোঁড়া সমর্থক জেরার দ্য ম্যালিন (Gerard de Malynes)।

মানের দ্বিতীয় এবং সর্বখ্যাত বই *England's Treasure by Foreign Trade* ১৬৩০-এ রচিত হলেও তাঁর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থে তিনি বুলিয়ান প্রথাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তথাকথিত মার্কেন্টাইল ব্যবস্থার সমর্থনে মত পেশ করেন। ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানের সময়ে এই মার্কেন্টাইলিস্টরা ছিল জাতীয়তাবাদের প্রধান ধ্বজাধারী। ইংল্যান্ডের ভবিষ্যত সমৃদ্ধির পথে বৈদেশিক বাণিজ্য বা merchandising-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলে এরা মার্কেন্টাইলিস্ট নামে পরিচিত। এরা জাতীয় সম্পদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে জাতীয় সংরক্ষণকে স্বাগত জানায়।

মার্কেন্টাইলিস্টদের অনুগামী মানও বিশ্বাস করতেন সমৃদ্ধির মূলে আছে দরদামের ভারসাম্য নয়, বাণিজ্যের ভারসাম্য—অর্থাৎ তিনিও রপ্তানির বৃদ্ধি এবং আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণকেই আদর্শ বাণিজ্যিক ভারসাম্য রূপে অভিহিত করেন। *England's Treasure*-এ তিনি মন্তব্য করেন যে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি এমন হওয়া উচিত

Scanned with CamScanner

যেখানে, বিদেশিদের কাছ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের তুলনায় সর্বদাই যেন তাদের কাছে আমাদের (অর্থাৎ স্বদেশের) রপ্তানির পরিমাণ বেশি থাকে। তিনি রাষ্ট্রের ব্যয়কে এক ব্যক্তির ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, যেমন কোনো ব্যক্তি তার উপার্জনের তুলনায় কম ব্যয় করলেই ধনী হতে পারে, ঠিক তেমনভাবেই এক রাষ্ট্র ব্যয় অর্থাৎ আমদানি কমিয়ে উপার্জন বা রপ্তানি বাড়ালে ধনী হতে পারবে।

ইংল্যান্ডের বিস্তীর্ণ জলাভূমি উদ্ধার ও কৃষিযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি তিনি বিদেশি পোশাকআশাক, ফ্যাশন বা বিলাসদ্রব্য প্রত্যাখ্যান করার কথাও বলেন। তিনি বলেন বৈদেশিক রাষ্ট্রে বাণিজ্য করতে যাওয়ার সময় সবসময় ইংরেজ নৌপোতই ব্যবহার করা উচিত যাতে পরিবহন বাবদ ব্যয়ও দেশের মধ্যেই থাকতে পারে। তিনি রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক কাঁচামালের উপর শুল্ক মকুব করার কথা বলেন এবং এর ফলে তিনি ইংল্যান্ডের পক্ষেই বাণিজ্যিক ভারসাম্য বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি করেন।

৬.৫ ইংল্যান্ড এবং মার্কেন্টাইলিজম

এশীয় বাণিজ্যে ইংল্যান্ড দেরিতে অংশগ্রহণ করলেও আমেরিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা তার করতলে ছিল। এই নতুন দুনিয়ার অন্যতম শক্তিরূপে অবতীর্ণ হলে ইংল্যান্ড এবং স্পেনের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ড ভৌগোলিক আবিষ্কারের যৎসামান্য অংশগ্রহণ করলেও প্রাথমিক ঔপনিবেশিক বিস্তার ও বসতিস্থাপনে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বস্তুতপক্ষে এই ইতিহাসকেই ইংল্যান্ড নতুন বিশ্বে তার ক্ষমতার ন্যায্যতার মূল উৎস রূপে দাবি করে। অন্যদিকে স্পেন তার ভৌগোলিক আবিষ্কারের খতিয়ান পেশ করে আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। স্পেন শুধুমাত্র এই বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর তার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠারই প্রয়াসী ছিল না, আমেরিকায় ইংল্যান্ডের প্রভাব বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে স্পেনীয় এলাকার প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিও সুরক্ষিত রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে ব্যস্ত স্পেনীয় নৌ-পরিবহনের উপর ১৫৩০ নাগাদ প্রথম ইংরেজ জলদস্যুরা আঘাত হানে। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্যার জন হকিন্স সহ প্রধানত ডেভনশায়ার থেকে আগত একদল ইংরেজ জলদস্যু প্লিমাউথের কাছে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সোনা-রুপোয় ঠাসা স্পেনীয় নৌপোত লুণ্ঠন করে রাতারাতি ধনী হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

তবে হকিন্সের আত্মীয় ফ্রান্সিস ড্রেকের কথা এই ভাগ্যান্বেষী নাবিকদের প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রানী এলিজাবেথের গোপন পৃষ্ঠপোষকতায় ড্রেক সমুদ্রে পাড়ি দেন। তিনি ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাগেলীন প্রণালী অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের স্পেনীয় উপনিবেশে হানা দিয়ে লুঠতরাজ চালান। এরপর তিনি ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে এগোতে থাকেন। কিন্তু আমেরিকার উত্তরে কোনো প্রণালী না পেয়ে হতাশ হয়ে স্পাইস আইল্যান্ড হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে তিনি আটলান্টিক পার হয়ে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। যাত্রার জন্য মূল লগ্নীর প্রায় শতকরা চার হাজার গুণ মুনাফা নিয়ে ইংল্যান্ডে উপনীত হলে তাকে রানী এলিজাবেথ "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করেন। বাস্তবিক তিনি এক অকল্পনীয় অর্থ এবং ধনরত্ন আহরণ করে এনেছিলেন যার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৬৩,০০০ পাউন্ড স্টারলিং। এরপর থেকে নৌ-অভিযানে ইংল্যান্ডও প্রতিযোগিতার সামিল হয়। যখন ইংল্যান্ডের এই সামুদ্রিক প্রতিপত্তি খর্ব করতে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনীয় আর্মাডা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি নৈতিকভাবে পারদর্শী নাবিকদের পরিবর্তে সেনানায়কদের হাতেই ক্ষমতা অর্পণ করেন। অপরদিকে, ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে ছিলেন ড্রেক সহ প্রথম শ্রেণীর নাবিকরা— যারা ছিলেন নৌ-অভিযানে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। এই কারণেই স্পেনের ধীর গতি বিরাট নৌবহরের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন নৌপোতের সামনে সাফল্য এসেছিল সহজে। কাদিজ বন্দরে ড্রেক প্রবেশ করে স্পেনের বিরাট বিরাট সমুদ্রপোত ধ্বংস করে দেন। আর্মাডার এই পরাজয়কে অনেক ঐতিহাসিক স্পেনের চূড়ান্ত পতন ও পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডের নৌশক্তির উত্থানের নির্দেশক রূপে চিহ্নিত করলেও তার যথাযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। বস্তুতপক্ষে এই জয় ইংল্যান্ডের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য নয়। এর আগেও কাসতিল এবং পর্তুগালের যৌথ শক্তিকে পিছনে ফেলে আটলান্টিকে ইংল্যান্ড তার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। আর্মাডাকে পরাভূত করে ইংল্যান্ড সেই ধারা অব্যাহত রাখে মাত্র। কিন্তু তাই বলে বলা যায় না যে এই যুদ্ধের ফলে ড্রেক ও হকিন্সের ফিলিপকে (স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ) নতুন দুনিয়ার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর্মাডার পরের পনেরো বছরে স্পেনে আমেরিকা থেকে যে পরিমাণ অর্থাগম হয়, তা তদানীন্তন ইতিহাসে বড় একটা ঘটেনি। অনেক ঐতিহাসিক আবার মনে করেন যে এই যুদ্ধের ফলাফলের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাসের চিত্র প্রতিভাত হয়েছিল। তাদের মতে স্পেনের পরাজয়ের ফলে ইউরোপীয় ক্ষেত্রে কাউন্টার রিফরমেশনের জোয়ার বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই অভিমত খণ্ডন করে বলা যায় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে যে আর

Scanned with CamScanner

ধর্মীয় মানচিত্র রচনা করা যাবে না তা এর আগেই তিরিশ বছরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছিল।

৬.৬ আমেরিকায় স্পেনের প্রভাব ও বিস্তার

আমেরিকা ভূখণ্ডে ইউরোপ প্রথম সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিপক্ষে অধিবাসী আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের প্রতিরোধ ছিল নগণ্য। বস্তুতপক্ষে, আমেরিকায় স্পেনীয় নীতি, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে কীভাবে মার্কেন্টাইলিজম প্রযুক্ত হতে পারে, তার সাক্ষ্য বহন করে। আমেরিকাতে স্পেনীয়দের প্রধান আকর্ষণ ছিল ইনকা এবং অ্যাজটেকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বিরাট সোনা-রুপোর ভাণ্ডার। তবে মেক্সিকো ও পেরুর সোনা ও রুপোর খনি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর আমেরিকার বিস্তীর্ণ জমিও স্পেনীয়দের সমান প্রলোভিত করে। কাসতিলের অভিজাতদের মতো তখন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা বিরাট বিরাট জমির মালিক হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করত। ভৌগোলিক পরিস্থিতিও ঔপনিবেশিকদের সহায় ছিল—জমিগুলি পশুচারণ বা কৃষিযোগ্য হওয়ার ফলে স্থানীয় অধিবাসী ইন্ডিয়ান কৃষকদের শোষণ করে এক ঔপনিবেশিক সমাজ গড়ে ওঠে, যেখানে স্পেনীয় বংশোদ্ভূত জমির মালিক বা "পেনিনসুলার"রাই ছিল চূড়ান্ত প্রতিপত্তিশালী। এই ব্যবস্থা কোনো স্পেনীয় শ্রমজীবী শ্রেণী নয়, আমেরিকান-ইন্ডিয়ান অধিবাসী শ্রমজীবী শ্রেণীর উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। (আগের অংশের hacienda system এবং encomienda দ্রষ্টব্য।)

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় সাম্রাজ্য দুটি শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল যথা নিউ স্পেন ও পেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পানামার যোজকের উত্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আধুনিক ভেনিজুয়েলা ছিল এই নতুন স্পেনের অন্তর্গত—অন্যদিকে এর দক্ষিণে ব্রাজিল এবং ভেনিজুয়েলা বাদে গোটা দক্ষিণ আমেরিকাই ছিল পেরুর অন্তর্গত। স্পেনের রাজপ্রতিনিধি দুজন ভাইসরয়ের হাতে এই দুই অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল—এঁরা শুধুমাত্র রাজার কাছেই দায়বদ্ধ ছিলেন।

সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনের মতো স্পেনীয় অধিকৃত অঞ্চলে জমি বা উপনিবেশ 'এন্‌কমিয়েন্ডসি'-এ বিভক্ত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মতোই এখানে জমির মালিকরা অধিবাসী কৃষকদের কাছ থেকে রাজাকে দেয় কর বাবদ বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করত। পরবর্তীকালে ক্ষমতাশালী 'এনকমিয়েন্দ্রো'রা (encomienderos) দুর্বার হয়ে উঠলে এবং অধিবাসীদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে রাজা গোটা ব্যবস্থাটার উপরেই অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। এরপর ইন্ডিয়ানদের কর্মযজ্ঞে কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হলেও অত্যাচার অব্যাহত থাকে। জমির মালিকেরা এদের উপর চিরকালের জন্য ঋণের

Scanned with CamScanner

বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং এদের ক্রমশ ভূমিদাসে পরিণত করে। অন্যদিকে আমেরিকায় ঔপনিবেশিকরা অনেক ইউরোপীয় শস্য এবং চারণযোগ্য পশুর চাষ ও প্রতিপালন শুরু করলে লাভবান হয়। তবে অলিভ, আঙুর ও হেম্প বা শণের ক্ষেত্রে স্পেনীয় উৎপাদনের লভ্যাংশ বজায় রাখতে ঔপনিবেশিকদের এইসব শস্য বা বাগিচা ফসল চাষের অধিকার দেওয়া হত না।

১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে প্রথম আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস নিয়ে আসা হয়। পরে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহাদেশেও ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত হয়। অধিবাসী ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী বাধ্যতামূলক শ্রমের অত্যধিক চাপে এবং বিভিন্ন মহামারীতে উজাড় হয়ে যায়। এমন অবস্থায় আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসরাই শ্রমিকের ঘাটতি পূরণে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কৃষ্ণাঙ্গরা স্বাভাবিকভাবে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে পারে বলে তাদের কিউবা, হাইতি, পুয়ের্তোরিকোর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শ্রমক্ষেত্রে নিয়োগ করা হত। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া প্রায় সর্বত্রই কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। স্পেনীয়রা সরাসরিভাবে এই ব্যবসায় যুক্ত না থাকলেও স্পেনীয় রাজা কর্তৃক স্বাক্ষরিত "এ্যাসিয়েন্তো" নামক চুক্তি ক্রীতদাস ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের সাত থেকে দশ বছরের জন্য একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করা হয়। এছাড়াও আমেরিকার ভূখণ্ডে পদার্পণ করলেই প্রতি ক্রীতদাস পিছু নির্দিষ্ট হারে একটি রাজস্ব বরাদ্দ করে দেন স্পেনীয় সম্রাট। ক্রীতদাস ব্যবসায় স্পেনীয় জাহাজ ছাড়াও ফ্লেমিশ, জেনোয়িজ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ জাহাজ ব্যবহৃত হত। প্রয়োজনের তুলনায় দাসদের আমদানি সীমিত রেখে এই দাস ব্যবসায়ীরা বিরাট অঙ্কের মুনাফা লুটত। অবশ্য দাস আমদানি সীমিত থাকার জন্যই অন্যদিকে চোরা পথে ক্রীতদাস ব্যবসা বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকা ভূখণ্ডে স্পেনের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অটুট রাখতে স্পেনীয়রা মার্কেন্টাইলিজমের মূলত তিনটি পন্থা গ্রহণ করে।

ক. স্পেনীয়রা উপনিবেশের বন্দরগুলিতে বিদেশি জাহাজ প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। এছাড়াও বিশেষ লাইসেন্স বা রাজকীয় সম্পদ ছাড়া কোনো বিদেশির পক্ষে উপনিবেশে পণ্য সরবরাহ বা স্পেনীয় বুলিয়ানে অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী রূপে স্পেনীয়রাই মুনাফা লুটতে সক্ষম হয়। এই ব্যবস্থা বস্তুত স্পেনের রাজকোষে বুলিয়ানের ভাণ্ডার অটুট রাখতে পেরেছিল বলে প্রভূত পরিমাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষণাও লাভ করে।

Scanned with CamScanner

খ. সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল স্পেনের বিভিন্ন ঘাটতি পূরণের জন্য পরিচালিত। তাই স্পেনে উৎপাদিত পণ্যের বাজার অক্ষুণ্ণ রাখতে অধিকাংশ উপনিবেশগুলিতেই পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা, এমনকী দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর উপায়ও বিঘ্নিত হয়। বস্তুতপক্ষে উপনিবেশগুলির আর্থিক চাহিদা সবসময়েই স্পেনের চাহিদার তুলনায় কম গুরুত্ব পেত।

গ. ১৭২০ সাল পর্যন্ত উপনিবেশের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য শুধুমাত্র সেভিল বন্দরের মাধ্যমেই সংগঠিত হত। এরপর এই একচেটিয়া অধিকার পায় কাদিজ বন্দর। তবে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর এই একচেটিয়া অধিকারের উপর কিছু ছাড় দেওয়া হয়। ফলে কিছু অন্যান্য স্পেনীয় বন্দরও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হয়।

স্পেনের ঔপনিবেশিক নীতির প্রধান গলদ ছিল যে এই নীতিতে স্পেনের স্বার্থই সর্বাধিক গুরুত্ব পেত, পক্ষান্তরে অনেক সময়েই ঔপনিবেশিকদের স্বার্থ রক্ষিত হত না। ঔপনিবেশিকরা শাসনতান্ত্রিক বা সরকার পরিচালনার অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। তাদের একমাত্র ক্ষেত্র তাই হয়ে ওঠে তাদের নিজস্ব জমি বা খামারগুলি। সেখানে তারা অধীনস্থ ইন্ডিয়ানদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। তবে আঠেরো শতকের প্রেক্ষাপটে স্পেনের ঔপনিবেশিক নীতি মোটেই অনন্য ছিল না—অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক নীতিও ছিল প্রায় সমান রক্ষণশীল। বরং বলা যায় যে স্পেনের অর্থনৈতিক গতিশীলতা সে-দেশের অর্থনৈতিক নীতির কার্যকারিতা প্রমাণ করে—আঠেরো শতকের প্রেক্ষাপটে সেও কম কথা নয়।

৬.৭ মার্কেন্টাইলিজম এবং অ্যাডাম স্মিথ—মার্কেন্টাইলিজমের অবসান এবং মুক্তবাণিজ্য নীতির উত্থান

শক্তিশালী এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়তে মার্কেন্টাইলিজম অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত করে। অ্যাডাম স্মিথ মার্কেন্টাইল ব্যবস্থারূপে এমন এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক (Political economy) নির্দেশ করেন যা রপ্তানির তুলনায় আমদানি সীমিত রেখে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নীতি প্রচার করে। ষোলো শতক থেকে আঠেরো শতকের শেষ অবধি এই নীতি পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক নীতিতে গভীর রেখাপাত করে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এক অনুকূল ভারসাম্য এনে কোনো দেশের রাজকোষে সোনা-রুপোর ভাণ্ডার বাড়ানোই ছিল এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা

Scanned with CamScanner

যায় মার্কেন্টাইল ব্যবস্থা প্রধানত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো রাষ্ট্রের সমর্থনপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিধির মধ্যেই অর্থনৈতিক সাফল্য বা মুনাফা সীমিত রাখে।

অ্যাডাম স্মিথ তাই তাঁর গ্রন্থ *The Wealth of Nations*-এ কোনো রাষ্ট্রের অর্থনীতির আয়তন নির্ধারণে সে দেশের রাজকোষের সঞ্চয় পরিমাপের ধারণাকে সরাসরি নাকচ করে দেন। এই গ্রন্থ আধুনিক অর্থনীতির সার গ্রন্থরূপে চিহ্নিত। অ্যাডাম স্মিথ বিভিন্ন দিক দিয়ে মার্কেন্টাইল ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। প্রথমত, তিনি তথ্য সহকারে প্রমাণ করেন, যে-সমস্ত বাণিজ্য সরকারি নীতির আওতার বাইরে মুক্তভাবে সূচিত হয় সেখানে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা দুপক্ষই উপকৃত হয়। দ্বিতীয়ত, তিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো এক বিশেষ পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ অথবা বিশেষীকরণকে সমর্থন জানান। তাঁর মতে এই ধরনের বিশেষীকরণ পণ্যের উৎকর্ষতা এবং পরিমাণ—দুই-ই বাড়াতে সাহায্য করে—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বাণিজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায়, এবং তৃতীয়ত, মার্কেন্টাইল ব্যবস্থায় যে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান তাকে স্মিথ অশুভ সমঝোতা রূপে চিহ্নিত করে "জনবিরোধী" হিসেবে অভিহিত করেন। বস্তুতপক্ষে, মার্কেন্টাইলিজম সরকার ও এক শ্রেণীর বণিকদের স্বার্থরক্ষার্থে পরিচালিত হত—পক্ষান্তরে, অ্যাডাম স্মিথ প্রচারিত Laissez Faire বা মুক্তবাণিজ্য নীতি তুলনায় ব্যাপকতর জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার কথা বলে। এই কারণে *The Wealth of Nations* মার্কেন্টাইল ব্যবস্থার অন্তিমলগ্ন ঘোষণা করে বলে মনে করা হয়। জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পর্কেও এই মুক্তবাণিজ্য নীতিতে ক্ষোভ এবং অবিশ্বাস ধ্বনিত হয়। মার্কেন্টাইলিজম ইউরোপের সংঘর্ষপূর্ণ রাজনীতিক পটভূমিকা ও নেপোলিয়নের যুদ্ধ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে দ্রুত বদলে যায়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দেশে দেশে সামরিক সংঘাত সত্ত্বেও মার্কেন্টাইলের যুগে, বিশেষত ইংল্যান্ডে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ১৮৬০ নাগাদ শিল্প সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা একচেটিয়া অধিকার, বিশেষ শুল্ক প্রভৃতি মার্কেন্টাইল নীতি বর্জন করে ইংল্যান্ড যন্ত্রপাতি রপ্তানি ও বহির্দেশে গমনকে স্বীকৃতি জানিয়ে মুক্তবাণিজ্য নীতি বরণ করে নেয়। মূলত এই মুক্তবাণিজ্য নীতির ফলেই ইংল্যান্ড ইউরোপের প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্র রূপে আবির্ভূত হয়।

৬.৮ মার্কেন্টাইলিজম ব্যাখ্যা

ষোলো শতকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্ভূত আঞ্চলিক ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি মার্কেন্টাইল ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় রাষ্ট্ররূপে

Scanned with CamScanner

আত্মপ্রকাশ করে। মার্কেন্টাইলিজমের প্রভাবে ইউরোপের বাইরে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন, কৃষিকার্যকে পিছনে ফেলে ইউরোপীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ, বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিনিয়ম ব্যবস্থার পরিবর্তে ধাতুমুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতির ব্যাপকতর প্রচলন সম্ভবপর হয়।

মার্কেন্টাইলের যুগে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সামরিক সংঘাত সংখ্যায় এবং তীব্রতার নিরিখেও বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জাতীয় রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী বা নৌবাহিনী ছিল পেশাদার এবং স্থায়ী—আগেকার মতো কোনো এক নির্দিষ্ট যুদ্ধ বা সংঘাতের প্রাক্কল্পে জড়ো করা সামরিক, অপেশাদার যোদ্ধাদের সমাহার নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই প্রধান অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান।

অধিকাংশ মার্কেন্টাইলিস্ট নীতি ছিল জাতীয় রাষ্ট্রের সরকার এবং তাদের বাণিজ্যিক শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতার ফসল। জাতীয় রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং প্রসারের জন্য অপরিহার্য সৈন্যবাহিনী গঠন করার জন্য রাজস্ব ও অন্যান্য শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে বণিকশ্রেণী তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার্থে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সরকারি সমর্থন সুনিশ্চিত করেছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সরকার নতুন শিল্পে পুঁজিবিনিয়োগ অথবা গিল্ডের নিয়ম বা করের বোঝা লাঘব করে সহায়তা করত। এছাড়াও আঞ্চলিক এবং ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রদান বা আঞ্চলিক সফল ব্যবসায়ীকে অনুদান দিয়েও সরকার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উদ্যোগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিত। আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক, কোটা বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকারি বাণিজ্যিক নীতি আঞ্চলিক বণিকদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করে। এছাড়াও সরকার যন্ত্রপাতির রপ্তানি এবং দক্ষ শ্রমিকদের বহির্দেশে যাওয়া এবং বসতি স্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় রাষ্ট্র, এমনকী নিজেদের উপনিবেশগুলির সঙ্গেও অর্থনৈতিক ভারসাম্য অনুকূলে রাখার চেষ্টা করে যায়। অন্যদিকে, নিজ জাতীয় রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে বিদেশী দক্ষ শ্রমিকদের কূটনৈতিক বলে হস্তগত করার চেষ্টাও চলতে থাকে।

নৌপরিবহন এবং বাণিজ্য এযুগে ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা ভূখণ্ডে উপনিবেশ গড়ে ওঠার পর এবং এই অঞ্চল থেকে স্পেন ও পর্তুগালে সোনা-রুপোর আমদানি শুরু হলে জাতীয় রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধিতে সমুদ্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নৌপোতের বাণিজ্যিক এবং সামরিক প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি রাষ্ট্রই ক্ষমতাশালী নৌবণিকদের গোষ্ঠী গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে ওঠে। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের বাণিজ্যমন্ত্রী জঁ বাপ্তিস্ত কোলবের্ত ফরাসি বন্দরগুলিতে প্রবেশকারী বিদেশি জাহাজের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করেন, যার ফলে ফরাসি নৌপোত শিল্পে নতুন জোয়ার

Scanned with CamScanner

আসে। ইংল্যান্ডও ১৬৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে নেভিগেশন আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৈদেশিক জাহাজের পণ্য চলাচল ও বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই আইনবলে মহাদেশ থেকে শুধুমাত্র ইংরেজ নৌপোতের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যই কেনা মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া উপনিবেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সমস্ত বাণিজ্যই কেবলমাত্র ইংল্যান্ড বা উপনিবেশগুলির জাহাজের মাধ্যমে সংগঠিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের "স্টেপল আইন"-এ আরও বলা হয় যে উপনিবেশ এবং মহাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক পণ্যও ইউরোপে পৌঁছানোর আগে একবার ইংল্যান্ডের যে কোনো বন্দরের মধ্যে দিয়ে যাবে। ষোলো এবং সতেরো শতকের ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রের নেভিগেশন বা সামুদ্রিক আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যে সবচেয়ে সফল ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি খর্ব করা।

মার্কেন্টাইলের যুগে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সোনা এবং রুপো আমদানি। এর ফলে কোনো দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির প্রধান পরিমাপ ছিল অন্যান্য দেশের রপ্তানিকৃত সোনা বা রুপোর সমানুপাতিক। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সেনা সংগঠনে অপরিহার্য এই সোনা-রুপোর ভাণ্ডারই মার্কেন্টাইল ব্যবস্থায় সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ছিল।

৬.৯ একনজরে মার্কেন্টাইলিজম

(১) সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

ক. সীমিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঃ সাধারণত অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র ২০ মাইলের মধ্যেই আবদ্ধ।

খ. প্রধানত কৃষিজ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ।

গ. সামাজিক উৎপাদন এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধানত পাঁচটি গোষ্ঠীর উপস্থিতি— যথা, রাজা, অভিজাত, ব্যবসায়ী, ধর্মযাজক এবং ভূমিদাস। অর্থ ও সুরক্ষা ছিল রাজার দায়িত্বে। অভিজাতরা নিয়ন্ত্রণ করত কৃষি, ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য, ধর্মযাজকরা নৈতিকতা এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্ক। ভূমিদাসরা কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রণ করত না, সমাজে শ্রমের চাহিদা মেটাত মাত্র।

(২) সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান নিদর্শন

ক. প্রভু এবং অধীনস্থ ভ্যাসালদের মধ্যে সম্পর্ক।

খ. অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত ক্ষমতা।

গ. জমির মালিকানার উপর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল।

ঘ. ভূম্যধিকারীদের অধিকারের উৎপত্তি ও বিকাশ।

ঙ. ক্ষমতা বহির্ভূত অর্থনৈতিক আদায় (ধর্মীয়, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক)।

Scanned with CamScanner

৩. সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবক্ষয়

ক. ১৩৪৭-৫০-এর "ব্ল্যাক ডেথ" বা প্লেগের মহামারীর দরুন শ্রমশক্তি হ্রাস।

খ. যাতায়াত বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

গ. সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রেনেসাঁস (রেনেসাঁস সংক্রান্ত অংশ দ্রষ্টব্য)।

ঘ. ষোলো শতকের বিজ্ঞানের চর্চা (প্রাসঙ্গিক অংশ দ্রষ্টব্য)।

ঙ. রিফরমেশন-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জ্ঞানচর্চা।

চ. ষোলো শতকের দ্রব্যমূল্য বিপ্লব (Price Revolution), কৃষিক্ষেত্রের বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাবে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব যারা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো আরও দুর্বল করে তুলেছিল।

ছ. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির ধারণা এবং সার্বভৌমত্বের ধারণা—সবকিছুই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবসান সংগঠিত করে।

৪. মার্কেন্টাইল ধারণার উন্মেষ

ক. কোনো একক, ঐক্যবদ্ধ ধারণা নয়।

খ. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত।

গ. পরবর্তীকালেই কেবল অভিন্ন ধারণাসমষ্টিরূপে চিহ্নিত।

ঘ. ব্যাপকার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

৫. মার্কেন্টাইলিস্ট ধারণার বিকাশের কারণ

প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ—

ক. জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

খ. বাণিজ্যিক বিপ্লব।

গ. সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবক্ষয় ও পতন।

ক. জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ (১) সাম্রাজ্য ও নগররাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বে আনুগত্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত সমঝোতা, (২) অধিকতর কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব, (৩) অভিজাতদের সম্পত্তি রক্ষার্থে দাবি—যেমন, ম্যাগনা কার্টা প্রভৃতি।

খ. বাণিজ্যিক বিপ্লব বা কৃষিক্ষেত্রের বাণিজ্যিকীকরণ ঃ দ্রব্যমূল্য বিপ্লব, কৃষিক্ষেত্রে তার প্রভাব, পূর্ব ইউরোপে দ্বিতীয় ভূমিদাসপ্রথা, ইংল্যান্ড ও ইউরোপে দ্রব্যমূল্য বিপ্লবের উপর অংশগুলি দ্রষ্টব্য।

(১) বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ঃ ষোলো শতকের অ্যান্টওয়ার্প ও সতেরো শতকের আমস্টারডামের উপর অংশ দ্রষ্টব্য। এছাড়াও ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে পর্তুগিজদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং ষোলো শতকের আমেরিকার বাণিজ্যে স্প্যানিশদের একচেটিয়া অধিকার দ্রষ্টব্য।

(২) বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত পৃথিবী ঃ ইউরোপের বাইরে ভৌগোলিক "আবিষ্কারে"র অংশ দ্রষ্টব্য।

Scanned with CamScanner

(৩) বাণিজ্যে নতুন পণ্যের সূচনা ঃ প্রাক্-শিল্পায়নের উপর অংশ দ্রষ্টব্য।

গ. সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন ঃ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত নতুন ধারণা—উৎপাদনের উপর গুরুত্ব।

৬. মার্কেন্টাইল নীতি

ক. বহির্নীতি

(১) বাণিজ্যে অনুকূল ভারসাম্য।

(২) বাণিজ্যিক নৌবহর ঃ বাণিজ্য, শুল্ক, ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ, সামুদ্রিক আইন দ্রষ্টব্য।

(৩) ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ঃ ইউরোপের বাইরে স্পেন ও পর্তুগালের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।

খ. দ্রব্যমূল্য ও শ্রমমূল্য নির্ধারণ।

গ. শ্রমিকনীতি নির্ধারণ।

ঘ. দারিদ্র সংক্রান্ত আইন।

ঙ. ভোগ সংক্রান্ত নীতি।

চ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন।

৭. মার্কেন্টাইল অর্থনীতির রাজনৈতিক ফলশ্রুতি

ক. জাতীয়তাবাদী ক্ষমতা নিদর্শন এবং অধিকার প্রয়োগ ঃ গোষ্ঠীর উন্নয়ন কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি হলেই সম্ভব হবে এই ধারণার বিস্তার।

খ. বিভিন্ন শ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) শ্রমিকেরা দরিদ্র হবে তবে তাদের দৈন্যদশার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে না।

(২) ধনীরা ভোগ করবে তবে তাদের উদ্দেশ্য হবে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সহজ করে তোলা।

(৩) ব্যবসায়ীর কর্তব্য বাণিজ্যের উপকরণ প্রস্তুত করে সোনা আমদানির পথ সুগম করা।

(৪) অভিজাতদের দায়িত্ব প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য উৎপাদন।

গ. বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ঐক্যবোধ ঃ (১) এক সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত জাতীয় গোষ্ঠী—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাই কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই—তাই এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৈতিক গোষ্ঠী।

ঘ. আন্তর্জাতিক স্তরে চূড়ান্ত অস্থিরতা ঃ সতেরো ও আঠেরো শতকে ইউরোপে ক্ষমতা বিস্তারে বিবদমান প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সংঘাত।

Scanned with CamScanner